দশম শ্রেণি , ইতিহাস, পঞ্চম অধ্যায়।

মুদ্রণ শিল্পে গঙ্গাকিশোর এর অবদান কী ?

উত্তর: বাংলার মুদ্রণ শিল্পে তথা ছাপাখানার প্রসারে গঙ্গাকিশোর এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি হলেন প্রথম বাঙালি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা। তিনি হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে "বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস" স্থাপন করেন ।এখান থেকে তিনি বাঙ্গাল গেজেটি নামে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রথম সচিত্র বাংলা বই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেছিলেন। বইটির ছবি এঁকেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী রামচাঁদ রায়। পরবর্তীকালে ছাপাখানার মালিক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর: বাংলাতে কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্বদেশী আন্দোলন এর সময় স্বদেশী উদ্যোগে শিক্ষার প্রসারের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুরুতেই এটি দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম দলের উদ্যোগে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল গড়ে ওঠে। আর ১৯০৬ সালে তারকনাথ পালিত এর উদ্যোগে গড়ে ওঠে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। ১৯১০ সালে দুই প্রতিষ্ঠান এক হয়ে যায় ।স্বাধীনতার পর যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করে।এখান থেকে পাশ করে বহু ছাত্র কারিগরি বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাংলায় ছাপাখানার বিকাশে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভূমিকা লেখ ?

উত্তর - বাংলার ছাপাখানা ব্যবস্থায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে এক বিপ্লব আসে। তিনি একজন শিশু সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশনা ও ছাপাখানা বিষয় তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল যথেষ্ট।১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউ এন রায় অ্যান্ড সন্স নামে এক প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে মুদ্রন ব্যবস্থায় যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা ছিল তা দূর করে তিনি হাফটোন ব্লক চালু করেন। সম্পুর্নভাবে দেশীয় উপাদানে গবেষণা করে তিনি রঙিন মুদ্রন ব্যবস্থায় নানারকম যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ইউ এন রায় অ্যান্ড সন্স সংস্থা থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সন্দেশ পত্রিকা। এই সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রকিশোরের বিখ্যাত বই টুনটুনির বই ও সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল। ছাপাখানার প্রসারে ও উন্নতি সাধনে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভূমিকা অনবদ্য।

টীকা- শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

উত্তর- বাংলা ছাপাখানা বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। উইলিয়াম কেরি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন করেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ছাপাখানা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছাপাখানায় পরিণত হয়। এই প্রেস থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে দক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ড ও পঞ্চানন কর্মকার মিলে আটশোরও বেশি পৃষ্ঠার 'ধর্মপুস্তক' বা বাংলা

বাইবেল প্রকাশ করেন। এই প্রেসে রামারাম বসুর রচিত 'হরকরা' ও ' জ্ঞানোদয়' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' কাশীরাম দাসের ' মহাভারত'ও কীর্তিবাসের 'রামায়ণ' মুদ্রিত হয়। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হলেও তার ছাপাখানা উৎপাদনে ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয় ও ছিল। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা থেকে প্রচুর বাংলা পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে খুব কম দামে বা বিনামূল্যে বই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।